বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স

নিউজলেটার

সংখ্যা: ১৫, নভেম্বর ২০১৩

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ৫
সভা সমাবেশ ৭
উদযাপন ৮

একযোগে কাজ করার জন্য পেশাজীবী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর

রানা প্লাজা ধ্বসের পর মৃত্যুর মিছিল দেশে বিদেশে সকলকে বিপুলভাবে নাড়া দেয়। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই ঘটনায় পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভবন ধ্বসে কারিগরি ত্রুটি, নির্মাণ কালীন মান নিয়ন্ত্রনের অনুপস্থিতি, অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রনে সক্ষমতার অভাব ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের দ্বৈততা ইত্যাদি বিষয়গুলি সামনে চলে আসে।

প্রতিটি স্থাপনা বা প্রকল্পের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও প্রকৌশল – ভৌত উন্নয়নের সাথে জড়িত এই তিনটি পেশার সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকে। এই তিন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীগনের সঠিক, কার্যকর ও সময়োপযোগি অংশগ্রহণই কেবল একটি পরিকল্পিত কাঙ্খিত কর্মপরিবেশসমৃদ্ধ নিরাপদ স্থাপনা নিশ্চিত করতে পারে। এই বিবেচনাকে সামনে রেখে গত ১১ মে, ২০১৩ ভৌত উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি পেশাজীবী সংগঠন – বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি), ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি) ও ইনস্টিটিউট অব আর্কিকেটক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) প্রথমবারের মত একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর (এমওইউ) করে। বিশিষ্ট পুরকৌশলী ও বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আহবায়ক এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সাইদকে উপদেষ্টা করে তিন পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন কমিটির সমন্বয়ক এর দ্বায়িত্ব পালন করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি স্টেটে বিস্তৃত বাংলাদেশী-আমেরিকান পরিকল্পনাবিদসহ স্থপতি ও প্রকৌশলীদের সংগঠন আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস (এএবিইএ) আমাদের তিন পেশাজীবী সংগঠনের এই যৌথ প্রয়াসের সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং গত ১৮ মে ২০১৩ তারিখে সংগঠনটির পক্ষে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ড. নাজমুল উলা এবং নিজ নিজ পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষে সভাপতিত্রয় আর একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করেন।

কেস স্টাডির জন্য ঢাকা এবং তার আশেপাশে ঘটে যাওয়া বড় মাপের ৮টি ভবন ধ্বস বা অগ্নি দুর্যোগের ঘটনা চিহ্নিত করা হয়। এই দূর্ঘটনার পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকৌশলীগণ আইইবির নেতৃত্বে প্রকৌশলগত ত্রুটি, স্থপতিগণ আইএবির নেতৃত্বে স্থাপতিক ত্রুটি এবং বিআইপির নেতৃত্বে পরিকল্পনাবিদগণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রনের আইনি ত্রুটি/অসম্পূর্নতা বা অভাব এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সংস্থার বিদ্যমান জনবল কাঠামো ও যোগ্যতার সমস্যা চিহ্নিত করবেন এবং সব সংস্থাই ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় প্রস্তাব করবেন যা একত্রে প্রকাশ করা হবে। তিনটি পেশাজীবী সংগঠন তাদের নিজ নিজ কমিটির মাধ্যমে তাদের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে । আশা করা যায় অচিরেই কমিটি তিনটি পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে একযোগে তাঁদের পরিপূরক বক্তব্য তৈরি করবে এবং তার মাধ্যমে পরিকল্পিত, টেকসই, নান্দনিক ও ঝুকিমুক্ত কর্মপরিবেশ বিনির্মাণে আবশ্যকীয় স্থাপত্য, প্রকৌশল ও পরিকল্পনাগত অবশ্যপালনীয় নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।

সম্পাদকের কলাম

প্রিয় পরিকল্পনাবিদবৃন্দ,

শুভেচ্ছা জানবেন। এ সংখ্যাটি যখন আপনাদের হাতে ততদিনে নির্বাচন খুব নিকটে চলে এসেছে। কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের কাজ নিয়ে বি.আই.পি.-র ১০ম কার্যনির্বাহী বোর্ড প্রায় দুবছর আগে দায়িত্ব হাতে নিয়েছিল। ইতোমধ্যে বোর্ড তার মেয়াদের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে। অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই বোর্ড তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। একটি উদীয়মান পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে ভৌত উন্নয়নে তার সহযাত্রী অন্য দুই পেশাজীবী সংগঠন (আইএবি এবং আইইবি)-এর সাথে বি.আই.পি. একই কাতারে তার অবস্থান নিশ্চিত করেছে।

২০১৩ বর্ষটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি সংঘাতময় বর্ষ। সংঘাত সংঘর্ষের মাঝে এই বছরের অনেকটা সময় আমরা পার করেছি। ব্যক্তি এবং জাতীয় জীবনে আমাদের পথচলা এতকিছুতেও থেমে থাকেনি। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে কোন ঘাত-প্রতিঘাতই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে পেশাগত অবস্থানের সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরী করার জন্য আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। একটি পেশাজীবি সংগঠন তখনই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে, যখন তার সদস্যবৃন্দ সত্যিকার অর্থেই নিজেদেরকে একতাবদ্ধ করে কাজ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে বি.আই.পি.-র বিভিন্ন কার্যক্রমে তার সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। বি.আই.পি. তার সদস্যদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অবদান রাখতে নিয়ত আহবান জানিয়ে আসছে। আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের অংশগ্রহণ আরও ব্যাপকতর হবে। পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে পেশার উন্নয়নে আগামীতে আরও সচেষ্ট ভূমিকা পালন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করে এবারের নিউজ লেটারটি আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

আপনাদের জীবন সুন্দর ও নিরাপদ হোক।

পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন
সম্পাদক

সাভারে ভবন ধ্বস ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (০৪ মে, ২০১৩)

গত ০৪ মে, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স রুমে সাভারে ভবন ধ্বস ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে বি.আই.পি.-র প থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, সহ সভাপতি ২ পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. রুখসানা হাফিয, সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, বোর্ড সদস্য (প্রফেশনাল এফেয়ার্স) পরিকল্পনাবিদ মোঃ হাসিবুল কবীর, বুয়েট-এর নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. সারওয়ার জাহান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের বিভাগের চেয়ারম্যান পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ। সংবাদ সম্মেলনে বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করেন বি.আই.পি-র সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার এম আনসার হোসেন। এরপর উপস্থিত সাংবাদিক ও ব্যাক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে বি.আই.পি.-র সম্মানিত পরিকল্পনাবিদ সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বি.আই.পি.-র প্রস্তাবনাসমূহ:

ক. উদ্ধারকৃত মৃতদেহ সৎকার, আহতদের চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের পুনঃর্বাসনে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

খ. সাভার ভবন ধ্বস ঘটনায় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান (যদি দেয়া হয়ে থাকে), নক্শা অনুমোদন, স্থাপত্য ও কাঠামোগত নক্শা প্রণয়ন, নির্মাণ ও ব্যবহারের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার প্রয়োজনে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে।

গ. দূর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা জাতির সামনে প্রকাশ করতে হবে।

ঘ. সাভারসহ ইতোপূর্বে সংঘঠিত সকল ভবন-দূর্ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিচার বিভাগীয় ট্রাইবুনাল গঠন করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পেশাজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত জরিপ কার্যক্রম সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে প্রয়োজ নীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ. রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরের উন্নয়ন কর্তৃপ সমূহকে শুধুমাত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ন্যায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান নিজে কোনরূপ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না তা নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. আগামীতে এরূপ দূর্ঘটনার সম্ভাব্যতা এড়াতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ উপযোগী করে প্রয়োজনীয় পেশাজীবীদের দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করে জনবল সংকট দূর করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো দক্ষ ও কার্যকর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

জ. মাঠ পর্যায়ে পৌরসভাসমূহের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিতকল্পে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। অবিলম্বে দেশের সকল পৌরসভায় স্বতন্ত্র নগর পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি করে দক্ষ ও যোগ্য পেশাজীবীদের নিয়োগের মাধ্যমে সারা দেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

ঝ. বিদ্যমান বিধিসমূহের বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত করে তা দূর করা, প্রচলিত আইনসমূহ, যেমন- বিএনবিসি, ইমারত নির্মাণ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

ঞ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অযাচিত এবং অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

ট. দূর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটাতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। উদ্ধার কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ঠ. শিল্প কারখানা নির্ধারিত জোনে স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। আবাসিক এলাকা থেকে শিল্প কারখানা নির্ধারি জোন-এ সরিয়ে নিতে হবে।

ড. ভূমি ব্যবহার জোন ও কর্তৃপক্ষ অনোনুমোদিত স্থাপনায় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সকল সংযোগ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। সেইসাথে এইরূপ ভবনে কোন শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিকে ব্যবসার অনুমতি, ব্যাংক লোন ইত্যাদি সুবিধা প্রদান বন্ধ রাখতে হবে।

ঢ. বিগত ২৯/০৪/২০১৩ তারিখ মন্ত্রিসভা বৈঠকে সরকার অধিভূক্ত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কোন ভবনের নক্সা অনুমোদন করতে পারবে না অর্থাৎ রাজউকসহ চারটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের

আওতাধীন এলাকায় শুধু এই সংস্থাগুলোই ভবনের নক্সা অনুমোদন দেবে। এই সুপারিশের সাথে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের বর্তমান পারফরমেন্সের বিবেচনায় বি.আই.পি একমত পোষন করতে ভরসা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে ড্যাপ অনুযায়ী রাজউক এলাকায় অবস্থিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিকল্পনাবিদগণ রাজউকের নিয়মানুযায়ী অনুমোদনের সুযোগ রাখার পক্ষপাতী। এতে জনবল ঘাটতি কমে আসবে এবং সেইসাথে পৌরসভাসমূহ আরও নিবিড়ভাবে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে। তবে যেখানে এ ধরনের কর্তৃপক্ষ নেই সেখানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভবনের নক্সা অনুমোদন এর দায়িত্ব জেলা পরিষদকে বিবেচনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যা প্রকারান্তরে কোন কার্যকরী সমাধান নয়। বরং পৌরসভায় নগর পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি করে সেখানে প্রয়োজনীয় পেশাজীবী নিয়োগের মাধমে পৌরসভাকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। এছাড়া যেসমস্ত এলাকা পৌরসভার অধীন নয় সেখানে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অমূল্য কৃষিজমি রক্ষার জন্য উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ণ. দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বিনিয়োগ বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে এবং সেইসাথে সমগ্র দেশকে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে এসে সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ত. সমগ্র বাংলাদেশকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনার জন্য যে পরিমান পরিকল্পনাবিদ প্রয়োজন হবে তাতে পরিকল্পনাবিদদের জন্য পৃথক একটি বিসিএস ক্যাডার সৃষ্টি অতিব প্রয়োজন।

সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসে নিহত ও আহত মানুষের সাহায্যার্থে বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল'-এ অনুদান প্রদান (৩০ মে, ২০১৩)

সাভারে ভবন ধ্বস ঘটনায় নিহত ও আহত পোশাক শ্রমিকবৃন্দের চিকিৎসা ও পূনর্বাসনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহান উদ্যোগে সাড়া দিতে বি.আই.পি. তার সম্মানিত পরিকল্পনাবিদ সদস্যদের নিকট অনুদান প্রদানের আহবান জানায়। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রদত্ত টাকা ও বি.আই.পি. সদর দপ্তরের নিজস্ব অর্থের সমন্বয়ে ১,০০,০০০/- (এক ল টাকা)-র একটি অনুদান চেক বিগত ৩০ মে, ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি.-র সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, সহ-সভাপতি-২ পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. রুখসানা হাফিয এবং সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন সমন্বয় গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে সরাসরি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর হাতে প্রদান করেন।

Admission Opportunity in University of Malaya with Scholarship শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত (০৩ এপ্রিল, ২০১৩)

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত সে দেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় University of Malaya-র Built Environment Faculty হতে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মাষ্টার্স ও পি.এইচ.ডি. পর্যায়ের গবেষণার জন্য সম্ভাব্য ছাত্র ভর্তির জন্য বাংলাদেশে আসে। তাঁরা বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলামের মাধ্যমে বি.আই.পি.-র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০৩ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে Admission Opportunity in University of Malaya with Scholarship শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. গোলাম রহমান। বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বি.আই.পি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট-২ পরিকল্পনাবিদ ড. রুখসানা হাফিয উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রতিনিধিবর্গ তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপস্থিত সকলের সামনে উপস্থাপন করেন এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স ও পি.এইচ.ডি. প্রোগ্রামে বৃত্তি প্রদানপূর্বক লেখাপড়ার সুযোগ প্রদান করার জন্য বি.আই.পি-র সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে আগ্রহী পরিকল্পনাবিদদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে University of Malaya-র পক্ষ থেকে নয়জন

পরিকল্পনবিদকে প্রাথমিকভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিলের অনুরোধ জানানো হয় এবং ছয় জন পরিকল্পনাবিদের গবেষণা প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। বি.আই.পি.-র যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলামের তত্ত্বাবধায়নে অনুষ্ঠিত সেমিনারটি তরুণ পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

বি.আই.পি.-র পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর ২য় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে Application of Geographic Information System (GIS) শীর্ষক দুই মাসব্যাপী সার্টিফিকেট কোর্সের সনদ বিতরণ

বিআইপির Professional Skill Development Program - এর আওতায় Application of Geographic Information System (GIS) শীর্ষক সার্টিফিকেট কোর্সের প্রথম ব্যাচের আশানুরূপ সাফল্যের ধারায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে বিগত ১৬ মার্চ, ২০১৩ হতে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিআইপি মিলনায়তনে শুরু হয়। জিআইএস এপ্লিকেশনে দেশের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ এই প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে গত ১৬ মে ২০১৩, সন্ধ্যা ৬.০০ টায় উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । জিআইএস প্রশিক্ষণ কোর্সের সকল আবশ্যকতা পূরণ করে কৃতকার্য ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইপি-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন

বিআইপি-র সম্মানিত বোর্ড সদস্য প্রফেশনাল এফেয়ার্স পরিকল্পনাবিদ মো হাসিবুল কবীর। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিআইপি-র কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, জিআইএস প্রশিক্ষকবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীসহ পরিকল্পনাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব পানি দিবস ২০১৩ উপলক্ষে ওয়াটার এইড বাংলাদেশ ও বি.আই.পি.-র যৌথ সেমিনার (২৩ মার্চ ২০১৩)

বিশ্ব পানি দিবস-২০১৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং ওয়াটার এইড, বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে ২৩ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে 'নগরায়ন ও পানি' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব পানি দিবস ২০১৩ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক এবং বি.আই.পি.-র যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বধায়নে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে (ইউএনসিইডি) এজেন্ডা-২১ ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দিবসটি উদযাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর ২২ মার্চ বিশ্বব্যাপী দিবসটি সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়ে আসছে।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বি.আই.পি. মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানে মোট তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে স্থপতি আশরাফুল আলম; সচিব, রেইন ফোরাম, হাসিন জাহান, পরিচালক-প্রোগাম, ওয়াটার এইড বাংলাদেশ এবং পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বি.আই.পি.। মূলপ্রবন্ধ তিনটির আলোচনায় দেশের বর্তমান নগরায়ণের প্রেক্ষিতে পানির বহুমুখী ব্যবহারের গুরুত্বসহ নগরে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াবলী স্থান পায়। ঢাকা শহরসহ দেশের বড় বড় নগরীর ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির উপর একক নির্ভরশীলতার বিষয়টি উল্লেখ করে ক্রমান্বয়ে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াকে বক্তারা ভবিষ্যত নগরায়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। বক্তারা সকলেই নগরের বিপুল পরিমান পানির চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে এনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও নগরীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক জলাভূমিসমূহকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ, নদী দূষণ রোধ এবং জলাধারকে কেন্দ্র করে নগরবাসীদের জন্য চিত্ত-বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়াবলী সকলের আলোচনায় উঠে আসে। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নগরে বাসযোগ্য পরিবেশ ধরে রাখতে হলে জলাভূমি সংরক্ষণ করে নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে হবে। ঢাকা শহরসহ দেশের বড় বড় নগরগুলিতে দখল হয়ে যাওয়া জলাভূমি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে সকলে মত দেন। এছাড়াও দেশের সকল ছোট শহরসহ গ্রামসমূহেও জলাভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর সকলেই বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। নগরীতে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন উল্লেখ করে আলোচকবৃন্দ বলেন যে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উত্তরণে নগরীতে 'Paved Surface Area' কমিয়ে এনে প্রচুর পরিমানে খোলা জায়গা রাখতে হবে। আলোচকবৃন্দ এ বিষয়ে স্থপতি, প্রকৌশলী ও নগর পরিকল্পনাবিদদের এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন। এছাড়াও বাসযোগ্য নগরায়নের প্রয়োজনেই সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আহবান জনানো হয়।

বিশ্ব পানি দিবসের আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন জনাব পার্থ হাফিজ শেখ, ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব শেখ আব্দুল মান্নান, রাজউক, স্থপতি আবুল হাসনাত ফুয়াদ, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ড. আসিফ মোহাম্মদ জামান, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, অধ্যাপক ড. মনসুর রহমান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সৈয়দ আজিজুল হক, রেইন ফোরাম, স্থপতি শায়লা জোয়ার্দার, আইএবি, দীপক কুমার রায়, প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন এবং জনাব খান মোঃ নুরুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন। এছাড়া অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞবৃন্দ, নগর পরিকল্পনাবিদ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন।

Urban Development Plan-এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত (১০-১১ মে, ২০১৩)

১০-১১ মে, ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে Urban Development Plan শীর্ষক দুইদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন-এর অধ্যাপক পরিকল্পনাবিদ ড. আকতার হোসেন চৌধুরী, ডিএমডিপি, ড্যাপসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নেতৃত্ব প্রদানকারী নগর উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ আল আমিন এবং ড্যাপ প্রণেতা, সমন্বয়ক ও উপস্থাপক, মংলা এবং রংপুর বিভাগীয় শহরে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন দলের অন্যতম সদস্য, বিআইপি সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নগর পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্বতন মাস্টার প্ল্যানের ধারণা, বর্তমান জটিল ও অনিশ্চিত নগরায়নের প্রেক্ষিতে মাস্টার প্ল্যানের সীমাবদ্ধতা এবং নগর পরিকল্পনার আধুনিক ও সময়োপযোগী সুদূর প্রসারি পলিসি প্ল্যান ও আশু বাস্তবায়নযোগ্য এ্যাকশন প্ল্যানের সমন্বয়ে স্তরভিত্তিক নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা ও ধাপ সমূহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ভুমি ব্যবহার জোন ভিত্তিক উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো, যোগ্যতা ও সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। সবশেষে অংশগ্রহণকারীগন চারটি দলে ভাগ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এশিয়া এবং উপমহাদেশ এই চার অঞ্চলের দেশসমূহে পদ্ধতি তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে

জেনে নিয়ে আমাদের দেশের জন্য উপযোগী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, সঠিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও জনবল কাঠামো প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীগনের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রস্তাবের সীমাবদ্ধতা জেনে দলগুলো তাদের প্রস্তাবকে আরও কার্যকর করতে সক্ষম হন।

বিআইপি-র ২২ জন সম্মানিত সদস্য কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। বিআইপি-র কার্যনির্বাহী সদস্য পরিকল্পনাবিদ মো. রাসেল কবির-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। কর্মশালাশেষে অংশগ্রহণকারীগনের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

Basics of Building Construction & Structural Design for Sustainable Urban Management শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত (২৯ জুন, ২০১৩)

২৯ জুন, ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে Basics of Building Construction & Structural Design for Sustainable Urban Management শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন পুরকৌশলী মোঃ আসাদুজ্জামান, পিইঞ্জ। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর উপস্থাপন, সম্মিলিত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ইত্যাদি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন পৌরসভায় কর্মরত নগর পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে ৩৪ জন পরিকল্পনাবিদ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বি.আই.পি.-র কার্যকরী পরিষদ সদস্য পরিকল্পনাবিদ মো. রাসেল কবির-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। কর্মশালা শেষে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগনের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

নগর বিষয়ক গবেষণামূলক সেমিনার (১২ জানুয়ারি, ২০১৩)

জানুয়ারি ১২, ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে নগর বিষয়ক গবেষণামূলক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মোট দুইটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। "Pavement Performance Modeling of Urban and Regional Road Network" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন কানাডার কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিং, সিভিল এন্ড এনভায়রণমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পি. এইচ. ডি. গবেষক মোঃ সোহেল রেজা আমিন। সেমিনারে "Seismic Risk Analysis and Traffic Simulation for Earthquake Evacuation" শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন কানাডার ম্যাক্‌গিল ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড এ্যাপ্লাইড মেকানিক্স এর পি. এইচ. ডি. গবেষক উম্মে তামিমা। বি. আই.পি.-র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বি. আই. পি.-র পরিচালনা পরিষদ সদস্যবৃন্দসহ ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিকল্পনাবিদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা (২৫ জানুয়ারি, ২০১৩)

২৫ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন ২০১২ সালে বি.আই.পি.-র বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এরপর কোষাধক্ষ্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ আল-আমিন ২০১২ সালের আয়-ব্যয়ের নিরিক্ষীত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাবিদ প্রফেসর ড. গোলাম রহমান। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ উভয় রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন এবং সর্ব সম্মতিতে রিপোর্টদ্বয় অনুমোদিত হয়। এরপর প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাবিদ প্রফেসর ড. গোলাম রহমান তাঁর শুভেচ্ছা ভাষণে বি.আই.পি.-র ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগীতা কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বি.আই.পি.-র বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১২-এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিকল্পনাবিদ মো: নূর আল নবী-র অভিজ্ঞতা উপস্থাপন ও স্বলিখিত বই হস্তান্তর অনুষ্ঠান (১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান এর সভাপতিত্বে বাহ্‌রাইন সরকারের গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ভৌত পরিকল্পনা বিভাগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরিচালক বাংলাদেশী পরিকল্পনাবিদ জনাব মোহম্মদ নূর আল-নবী

কর্তৃক বাহ্‌রাইনের ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা উপস্থাপন এবং এ বিষয়ে তাঁর রচিত বহুল সমাদৃত 'The History of Land Use Development in Bahrain' শীর্ষক গ্রন্থের কপি বি.আই.পি.-কে উপহার প্রদান উপলক্ষে বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ শনিবার বেলা ৪:৩০ টায় বি.আই.পি. মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া-প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী।

মোহাম্মদ নূর আল-নবী ১৯৬৫ সালে University of Liverpol থেকে Master of Civic Science-এ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ১৯৬৬-১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি সহকারী পরিকল্পনাবিদ হিসেবে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (বর্তমান রাজউক)-এ কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি বাহ্‌রাইন সরকারের পৌরসভা ও কৃষি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চাকুরীপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯৭৫-২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি বাহ্‌রাইন সরকারের গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ে প্রধান পরিকল্পনাবিদের দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ভৌত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবদানের স্বীকৃতি সরূপ বাহ্‌রাইন সরকার পরিকল্পনাবিদ জনাব নূর আল নবীকে সম্মানসূচক সে দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছেন। এই বর্ষিয়ান পরিকল্পনাবিদকে তার এই অসামান্য অর্জনের জন্য আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন। তিনি আমাদের সতত অনুপ্রেরণা হয়ে বিরাজমান থাকবেন।

বার্ষিক বনভোজন ২০১২ (০৪ জানুয়ারি, ২০১৩)

পরিকল্পনাবিদদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং ইট-সিমেন্টের ব্যস্ত দুনিয়া থেকে বের হয়ে প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে যাওয়ার লক্ষ্যে বি.আই.পি.-র বার্ষিক বনভোজন ২০১৩ গত ০৪ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে মহেড়া জমিদার বাড়ি (মীর্জাপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার), টাংগাইল-এ আয়োজন করা হয় । বি.আই.পি.-র সম্মানিত পরিকল্পনাবিদ ও তাদের পরিবারবর্গ সহ সর্বমোট ৫০ (পঞ্চাশ) জন উক্ত বনভোজনে অংশ গ্রহণ করেন। বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের গেম শো ও র‍্যাফেল ড্র বনভোজনের সার্বিক উৎসবে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে স্বাগত বক্তৃতায় বি. আই. পি.-র সভাপতি প্রফেসর ড. গোলাম রহমান পরিকল্পনাবিদদের ভেতর সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন (২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বি.আই.পি.-র এই প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সামনে থেকে সকাল ৭.০০ ঘটিকায় যাত্রা শুরু করে। প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্ব প্রদান করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার এম আনসার হোসেন। বি.আই.পি. পরিচালনা পরিষদ সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন পরিকল্পনাবিদ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রাটি কেন্দ্রীয় শহীদ মীনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন (২৬ মার্চ ২০১৩)

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে ২৬ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি প্রতিনিধিদল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বি.আই.পি.-র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন। এছাড়াও বি.আই.পি. পরিচালনা পরিষদ সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান, মোঃ হাসীবুল কবীরসহ সদস্য পরিকল্পনাবিদগণ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স
প্ল্যানার্স টাওয়ার (লেভেল-৭)
১৩/এ, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড
বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।

বরাবর

মুদ্রণে: অগ্র প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি